MAR. 1 5 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঠাকুরগাঁওয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ব্যবস্থা

ঠাকুরগাঁও জেলা সংবাদদাতা ঃ রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন একমাত্র ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। গত ১২ মার্চ সকাল ১০টায় ঠাকুরগাঁও সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে এক সভায় ছাত্রদের নিজ প্রতিষ্ঠানে বসে পরীক্ষা দেয়ার এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্য ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় এবং সিএম আইয়ুব উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়া গত ১ মার্চের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসরণ করার তাগিদ দেন। ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা প্রশাসক আব্দুল বাকি এমপি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঠাকুরগাঁও সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিজ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন বলে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব খন্দকার মোজাম্মেল হক জানান। অপরদিকে ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্র বাদ দিয়ে ঠাকুরগাঁও সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ খবর পেয়ে শত শত পরীক্ষার্থিনী ও তাদের অভিভাবকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্য বাবু রমেশ চন্দ্রকে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের জারিকৃত স্মারক নং ৭৩ তারিখ ৩-৩-২০০১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে এহেন ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালে সংসদ সদস্য জানান, 'জেলা প্রশাসক আমার কথা না শুনলে আমার কোন কিছু করার নেই' বলে সাফ জবাব দেন।

উল্লেখ্য যে, ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, সিএম আইয়ুব উচ্চ বিদ্যালয়সহ সকল ছাত্রীর অভিভাবকদের দাবীতে ঠাকুরগাঁও সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা সরকারীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ৩টি এসএসসি পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীদের পরীক্ষা ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কোন রকম অনিয়ম ছাড়াই জেলার নকলবিহীন কেন্দ্র হিসেবে জেলায় পরিচিতি লাভ করে। ঠাকুরগাঁও সরকারী বালক ও বালিকা বিদ্যালয় দু'টির পাশে সুবিশাল অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। অথচ ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা প্রশাসক বালিকাদের হুমকির মধ্যে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করাচ্ছে বলে অভিভাবকরা জানান।